বাইবেল প্রাচীন জগতের সবচেয়ে বেশী এবং সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত কাজ, কেবল মাত্র নূতন নিয়মেরই ৫০০-এর চেয়ে বেশী গ্রীক পাণ্ডুলিপি আছে এবং অন্যান্য প্রাচীন ভাষায় আরও কিছু পাণ্ডুলিপি আছে। নূতন নিয়মের কিছু অংশ আছে যেগুলোর উৎপত্তির অস্তিত্ব কয়েক দশক পূর্বের, সম্পূর্ণ পুস্তকলিগুলোর অস্তিত্বকাল, উদ্ভবের সময় থেকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বের। বিবেচনা করা হয় আধুনিক নূতন নিয়মের পুস্তকগুলো ৯৯% খাঁটি।

হাইপারলিংক-প্রাচীন নূতন নিয়ম গ্রন্থ
এই ওয়েবসাইটে নূতন নিয়মের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন জাদুঘরে রাখা সেগুলোর ছবি দেয়া আছে।
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

তুলনা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের লেখক হোমারের ইলিয়ড এবং ওডিসী বইয়ের ২০০০-এর বেশী পাণ্ডুলিপি রয়েছে, খ্রীষ্টপূর্ব তের শতকের হিন্দু মহাভারত ৯০% খাঁটি বলে বিবেচনা করা হয়, এবং খ্রীষ্টপূর্ব চার শতকের লেখক ডেমোসথিনসের লেখার ২০০ কপির অস্তিত্ব ছিল ১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লেখক পেটো, থুসাডিডেসের এবং হিরোডোটাসের লেখার মাত্র ৮ কিংবা তার চেয়ে কমসংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল ১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অপর দিকে নূতন নিয়মের সময় থেকে আমাদের রয়েছে সিজারের গালিক ওয়ারস, লিভি'স হিস্টরী অব রোম, দ্যা এনালস ট্যাকিটাস এবং পিনির ন্যাচারাল হিস্টরী। আর প্রত্যেকটির রয়েছে ২০ অথবা ২০-এর কম সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং প্রথম লেখার সময় থেকে শুরু করে মোট সময়কাল হল প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ বছর।

ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতা

অসাধারণভাবে বাইবেলের এক চতুর্থাংশ ভবিষ্যৎবাণী এবং এর পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করে। এবং এ আলোচনা করা হয় প্রতীকি লেখনী থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎবাণী পর্যন্ত। তীক্ষ্মবুদ্ধির পর্যবেণকারীরা কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী যথা সময়ের পূর্বেই বুঝতে পারেন। কিন্তু অনেক ভবিষ্যৎবাণী ছিল খুবই সম্ভাবনাহীন, কিন্তু সেগুলোও সত্য হয়েছে, যদিও কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী আরও পরে পূর্ণতা লাভ করবে। তাবে সেগুলো যে খুব ঘটবে তার কিছু কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়।

হাইপারলিংক-লবণ সাগর গ্রন্থ
এই ওয়েবসাইটে লবণ সাগর কালেকশনের পুরাতন নিয়মের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন জাদুঘরে রাখা সেগুলোর ছবি দেয়া আছে।
http://virtualreligion.net/iho/dss.html
এই দ্বিতীয় হাইপারলিংকে যিশাইয় গ্রন্থের অনেক বিস্তারিত ছবি ও অনুবাদ দেয়া আছে।
http://www.ao.net/-fmoeller/qumdlr.htm

১৯৪৭ হতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে লবণ সাগর চামড়ার পাণ্ডুলিপিতে প্রায় ৯০০-এর বেশি ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে যা খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ থেকে ৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল এবং যার ৪০%কপি পুরাতন নিয়মের। অন্যান্য উৎসগুলোর মধ্যে, যেমন পুরাতন নিয়মের গ্রীক সেপটুয়াজিন্ট ভার্সন, যা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ সালের মধ্যে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং নূতন নিয়মের যার উদ্ধৃতি রয়েছে, সেখানে দেখানো হয়েছে যে যীশু সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীগুলো পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। তাতে আরও আছে গীতসংহিতার ৩৯টি কপি এবং যিশাইয় পুস্তককের ২২ কপি যা যীশু নিজের শিষ্যদের তাঁর ক্রুশারোপণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিম্নরূপে ব্যবহার করেছেন -

গীত ২২ ঃ "ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যগ করেছ--- যারা আমাকে দেখে, সকলে আমাকে ঠাট্টা করে, তারা তাদের মাথা নেড়ে আমাকে অপমান করে। সে সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে; তারা বলে, সদাপ্রভু তাঁকে উদ্ধার করুন। তিনি উহার রক্ষা করুন, কেননা তিনি তাঁতে প্রীত"।

আমি জলের ন্যায় সেচিত হয়েছি, আর আমর সমুদয় অস্থি স্থানচ্যুত হয়েছে। আমর হৃদয় মোমের ন্যায় হয়েছে' তা অন্ত্রের মধ্যে গলিত হয়েছে। আমার মূখ চুলার ন্যায় শুষ্ক হয়েছে, আর আমার জিহবা আমার তালুতে লেগে যাচ্ছে; তুমি আমাকে মৃত্যুর খুলিতে রেখেছ। কুকুরেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে, দুরাচারদের দল আমাকে বেষ্টন করেছে; তারা আমার হাত ও পা বিদ্ধ করেছে; লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং চেয়ে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে অমার বস্ত্র ভাগ করে, আমার সহায় আমাকে সহায্য কর; তারা তাঁর ধর্মশীলতা ঘোষণা করবে, অনুজাত লোকদেরকে বলবে, তিনি কার্যসাধন করেছেন।

যিশাইয় ৫৩ ঃ "তিনি অবজ্ঞাত মনুষ্যদের ত্যাজ্য হলেন, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিতি হলেন। লোকে যাহা হতে মূখ আচ্ছাদন করে তার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হলেন, আর আমরা তাঁকে মান্য করি নাই। সত্য আমাদের যাতনাসকল তিনিই তুলে নিয়েছেন, তবু আমরা মনে করলাম, ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন। তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন, তিনি আমাদের নিমিত্ত চূর্ণ হলেন, তবু আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপর বর্তিল। তিনি উপদ্রুত হলেন এবং দঃখভোগ স্বীকার করলেন, তথাপি তিনি মুখ খুললেন না ..... আর লোকেরা দুষ্টগণের সাথে তাঁর কবর নিরূপণ করল, তথাপি তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁর মুখে কোন ছল ছিল না, তথাপি তাঁকে চূর্ণ করতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; সদাপ্রভু তাঁকে যাতনাগ্রস্থ করলেন, তাঁর প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখবেন, দীর্ঘায়ু হবেন, তাঁর হস্তে সদাপ্রভুর মনোরম সিদ্ধ হবে"।

মথি ২৭ ঃ তারপর তারা অরও চেঁচিয়ে বলল, ওকে ক্রুশে দেয়া হোক... যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল তারা মাথা নেড়ে নেড়ে তাঁর নিন্দা করল.... আর একইরূপে প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকেরা এবং প্রাচীনবর্গেরা তাঁকে বিদ্রুপ করে বলল.. তিনি ঈশ্বরের ভরসা করেন, এখণ তিনি ওর নিস্তার করুন যদি ওকে চান। আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে ডেকে বললেন... ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?

মার্ক ১৪-১৫ ঃ মহাযাজক মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কিছুই উত্তর দেবেনা? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে"? কিন্তু যীশু চুপ রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না..... তারা তাঁকে দোষারোপ করল। কেউ কেউ তাঁর মুখে থুতু দিল.... তাঁকে আঘাত করল এবং বলল, ভাববাণী বল! রক্ষীরা তাকে নিয়ে গেল এবং প্রহার করল....এবং তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। তারা গুলিবাট করে তাঁর বস্ত্র ভাগ করে নিল।

যোহন ১৯-২০ ঃ যীশু বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে..." সিরকা গ্রহণ করার পর যীশু বললেন, "সমাপ্ত হল...." সেই উদ্যানের মধ্যে এমন একটি কবর ছিল যার মধ্যে কাউকে কখনও রাখা হয় নাই... তারা যীশুকে সেই কবরের মধ্যে রাখলেন। থোমা বললেন, "আমি যদি তাঁর দুই হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি, আমি কোনমতে বিশ্বাস করব না... অবিশ্বাসী হইও না , বিশ্বাসী হও"।

মানবজাতির ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো লেখার সময় বিভিন্ন বিষয় উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল কিন্তু তারপর ঐ ভবিষ্যৎবাণীগুলো অন্যান্য ভবিষ্যৎবাণীর সাথে একসঙ্গে এসেছে যীশুর জীবনের একটি অসাধারণ পুঙ্ক্ষানুপঙ্ক্ষ ছবি তৈরি করার জন্য। মথি ২:৩-৮ পদে বলা হয়েছে প্রাচীন যিহূদার প্রধান পুরোহিতেরা এবং ধর্মশিক্ষকেরা আশা করছিলেন মোশীহ্ মীখা ৫ঃ২-৪ পদ পূর্ণ করবেন এবং প্রেরিত ৮:২৬-৩৯ আমাদেরকে বলে যে আশা করা হয়েছিল এক ব্যক্তি যিশাইয় ৫৩-৭-৮ পূর্ণ করবেন।

বাইবেল বলে যে আমরা মন্দ আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি কিন্তু দূতগণ আমাদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করেন, অতএব আমরা দেখতে পাই দূরবর্তী ঘটনা সমূহের কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী যা কৌশলগত যুদ্ধের অনুরূপতার মত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে'। লবণ সাগর পাণ্ডুলিপিতে দানিয়েল পুস্তকের ৮পি কপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে নবম অধ্যায়ের ২৫-২৭ পদে এই ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে যা মহাদূত গাব্রিয়েল বিলি করেছেন।

"ইহা জানুন এবং উপলব্ধি করুন ঃ যিরুশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি, নায়ক, পর্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হবে, উহা রাস্ত ও পরিখা সহ পুনঃরায় নির্মিত হবে, সংকটকালেই হবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ব্যাক্তি উচ্ছিন্ন হবেন, এবং তাঁর কিছুই থাকবে না। আর আগামী নায়কের প্রজারা নগর ও ধর্মধাম বিনষ্ট করবে ও প্লাবন দ্বারা তার শেষ হবে,এবং ধ্বংস বিধ্বংস নিরুপিত। এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি অনেকের সাথে নিয়ম স্থাপন করলেন; সেই সপ্তাহের অর্ধেককালে তিনি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত করবেন; আর ধর্মধামে তিনি একটি ঘৃনার্হ বস্তু স্থাপন করবেন যা ধ্বংস আনায়ন করবে, এবং উচ্ছিন্নতা নিরূপিত উচ্ছিন্নতা পর্যন্ত ধ্বংসকের উপর ক্রোধ বর্ষিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে অভিষিক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, যার অর্থ খ্রীষ্ট এবং মশীহের একই অর্থ, একইভাবে যিরুশালেম এবং ধর্মধামের একই অর্থ। সর্বপ্রথম এতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সাতের সময়কাল খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত না হন। প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টিয়ান ঐতিহাসিক জুলিয়াস আফ্রিকানাস এই ভবিষ্যৎবাণী থেকে খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময়ে প্রাচীন সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এটি "যীশু খ্রীষ্টের বিচার এবং ক্রুশারোপণের পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ" শিরোনামের হাইপারলিংকে দেখানো হয়েছে। এই কারণেই হয়তো পারস্যের প্রাচীন পণ্ডিতবর্গ তাঁর জন্মস্থান খুঁজেছিলেন কারণ এই ভবিষ্যৎবাণী প্রথমে বাবিলনে করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট তা উল্লেখ করেছিলেন এবং এটিকে একটি সতর্কের চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, রোমীয়দের দ্বারা যিরুশালেম ধ্বংস হওয়ার আগেই এখান থেকে পলায়ন করতে হবে, তাঁর মৃত্যুর অনেক কাল অতিবাহিত হলেও এখনও তা পূর্ণতা পায়নি।

মথি ২৪:১৫-১৬ এবং লূক ২১:২০-২২ হল যিরুশালেম থেকে পলায়নের ব্যাপারে যীশুর বক্তব্য; "অতএব তোমরা যখন দেখবে, ধ্বংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু যা দানিয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হয়েছে তা পবিত্রস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, যে জন পাঠ করে যে বুঝুক, তখন যারা যিহূদীয়তে থাকে, তারা প্রভুর অঞ্চলে পলায়ন করুক... আর তোমরা যখন দেখবে যিরুশালেম সৈন্যসামন্ত দ্বারা বেষ্টিত ও তখন তোমরা জানবে যে শেষ কাল উপস্থিত, তখন যারা যিহূদীয়ায় থাকে তারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক আর যারা নগরের মধ্যে থাকে, তারা নগরের প্রবেশ না করুক। কেননা তখন শাস্তির সময়, যে সমস্ত কথা লিখিত আছে, সে সকল পূর্ণ হবার সময়।

পিতর এবং পৌলের সাক্ষ্যমর হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেরিতদের শেষদিকের কার্যাবলী শিরোনামের হাইপারলিংকে প্রাচীন যিহুদী ঐতিহাসিক যোসেফপাস, রোমীয় সেনাপতি চিস্তিয়াস গালাস কর্তৃক যিরুশালেম অবরুদ্ধ করা এবং ধর্মধাম আক্রমন করার বিষয়ে একটি বিবরণ প্রদান করে। এটি হল সেই সত্যিকার চিহ্ন যা যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন একটি চিহ্ন হিসাবে দেখার জন্য যাতে ধ্বংস হবার পূর্বে তারা যিরুশালেম থেকে পলায়ন করতে পারে, আর ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে খ্রীষ্টিয়ান গণ পালিয়ে পেলা নগরে যান, যার ফলে তাদের জীবন রক্ষা পায়, যখন সেনাপতি তীত কাজটি চার বছর পর সমাপ্ত করেন। আরো একটি উদাহরণ পাওয়া যায় যিহিস্কেল পুস্তক থেকে। আর এই পুস্তকের ৬টি কপি লবণ সাগর চামড়া লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে পাওয়া যায়। আর যিহিস্কেল পুস্তকের ২৬:৩-৬ এ খ্রীষ্টপুর্ব ৬ষ্ঠ শতকের থেকে এই ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

"অতএব এটাই সার্বভৌম ক্ষমতা ঈশ্বর বলেন, আমি তোমার বিপক্ষে, ঝড় এবং সমুদ্র যেমন তরঙ্গ উঠায়, তেমনি তোমার বিপক্ষে আমি অনেক জাতিকে উঠাব। তারা সেবরের প্রাচীর বিনষ্ট করবে, তার উচ্চগৃহসকল ভেঙ্গে ফেলব; আমি সেইনগরের ধূলি তা হতে চেঁচে ফেলব, ও তাকে শুষ্ক পাষান করব। সেটি সমুদ্রের মধ্যে জাল বিস্তার করবার স্থান হবে, কেননা আমি ইহা বললাম, ইহা সার্বভৌম যিহোবা বলেন।
আর সে জাতিগনে লুটদ্রব্য হবে। আর জনপদে তার যে কন্যাগণ আছে, তারা তরবারিতে নিহত হবে। তারপর তারা জানবে যে, আমি যিহোবা"।

বাবিলনীয়রা সোরের প্রধান জনপদ আক্রমন করার দুই শতক পর মহাবীর আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনী খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে, সোরে পাথর নিক্ষেপ করে একটি পথ সৃষ্টি করে এবং তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শহরের দ্বীপ অংশ জয় করা যায়। শতশত বছরের বেশী সময় ধরে পাথর বাঁধা এই রাস্তা প্রায় অর্ধমাইল প্রশস্থ আর এতে তৈরি হচ্ছে সমুদ্রের একটি স্থায়ী তীর যা এখন একটি জেলে সমাজকে সহায়তা করছে। পাশ্ববর্তী সীদনের সম্পর্কে বাইবেল কিছু বলে নাই, যা এখন লেবাননের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী।

প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন উৎসসমূহ

যখন থেকে বাইবেলের বিবরণগুলো প্রকৃত ঐতিহাসিক জনগণ, স্থান এবং ঘটনা সমূহকে ঘিরে তৈরী হয়েছে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববাদীগণ বিরতিহীন ভাবে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, ১৩তম শতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত গবেষণা শুরু হয়েছিল, এবং তাই সবসময় অনেক বিষয় এবং প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেছে। প্রাচীন অশূরিয় রাজা দ্বিতীয় সার্গণের কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে কিন্তু ইতিহাস তার কথা ভুলে গিয়েছে। যাহোক সমালোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল যখন প্রাচীন নীনবী শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, ১৮৪৩ সালে দুর-সারুকিনের বিরাট রাজপ্রাসাদ আবিস্কৃত হল, এবং এর অনুপম ভাস্কার্য এখন বিভিন্ন যাদুঘরে প্রদর্শণ কর হয়। বাইবেলে যেমন করে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেভাবে তিনি একজন মহান রাজা ছিলেন যিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ থেকে ৭০৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

অন্য একটি বিষয় হল প্রাচীন ইতিতিস জাতি; যাদের সম্পর্কে বাইবেলে অনেকবার উল্লেখ আছে। তারা যথারীতি বিলীন হয়ে যায় এবং যেমন করে বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সত্যিকার ভাবে সে সব প্রত্নতত্ত্ববিদগণকে সমস্যায় ফেলে ছিল যাদের এটি বিশ্বাস করতে কঠিন বোধ হয়েছিল যে এমন একটি মহাজাতি ইতিহাস থেমে সহজেই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯০৬ সালে তাদের প্রাচীন রাজধানী, তুরস্কের বোগোজাকোই-তে খনন করার পর আবিস্কৃত হয়। আর সেখানে একটি রাজকীয় আর্কাইভ পাওয়া যায় যেখানে রয়েছে ১০,০০০ কীলকা উৎকীর্ণ ফলক যা তাদের কোন এক সময়ের বিরাট এবং গৌরবময় রাজ্যের কথা বর্ণনা করে।

কখনও কখনও পার্থক্যগুলো আশা করা হয় যেহেতু প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা হল সত্যকে শৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য একটি অনুসন্ধান, এবং এটি নিজে বিপরীত দিকে সরে যায় এবং বাইবেলকে সুদৃঢ় করে, কিন্তু তা মাঝে মাঝে ঘটে, এটি বাইবেলের সংহতির একটি প্রকৃত সত্যাপন (ঘোষণা)। কোন ব্যক্তির, জায়গার এবং সময়ের প্রমাণিত প্রমাণপত্রকে আইনগত প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় এবং বাইবেল প্রত্নতত্ত্ববিদগণের শ্রদ্বা অর্জন করেছে, যারা অবিশ্বাস্য বিষয় আবিস্কার করেছেন যা আমাদের আরো ভালভাবে বাইবেলকে বুঝতে, ধারণা করতে এবং বলবৎ করতে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন আকষর্ণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, কিছু ভাববানীর অবিশ্বাস্য পূর্ণতার সাথে সংগতিপূর্ণ। যেমন একটি হল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে বাবিলনের পরাজয়, এই তারিখটি এশটি কেন্দ্রীয় তারিখ যা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইতিহাসকে বুঝবার জন্য ব্যবহার করেন। প্রাচীন জাতিগুলি কোন সাধারণ সময় পদ্ধতি ব্যবহার করত না কিন্তু এর পরিবর্তে তারা রাজাদের রাজ্য শাসনের সময়কালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতো। যখন কোন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে এবং অনেক জাতির মধ্যে উল্লেখ করা হয়, তখন তা হয়ে উঠে একটি চাবিস্বরূপ যা তাঁদের শাসন কালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

বাবিল কর্তৃক যিহূদীদের নির্বাসন শিরোনামের হাইপারলিংকে, প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস, রাজা কোরসের সময়ে বাবিলনের আশ্চর্যজনক এবং হঠাৎ পরাজয় সম্পর্কে বলেন যেমন করে দুই শত বৎসর পূর্বে যিশাইয় ৪৫-৪৯ অধ্যায়ে ভাববাণী করা হয়েছিল। উত্তমরূপে প্রস্থত বাবিলনীয়রা তাদের নগরী কারো দ্বারা দখল হয়ে যাওয়াটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নি। তখন পর্যন্ত কোরস রাজা নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীকে একদিকে ফিরালেন এবং তার সেনাবাহিনীকে নগরীতে এমন তাড়াতাড়ি প্রবেশ করালেন যে বিপদসংকেত দেয়ার আগেই কোরস রাজার বিজয়ের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমনভাবে দানিয়েল পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাইবেলের বর্ণনাগুলোর দৃঢ়তা সেসব জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিস্তম্বের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর যা প্রাচীন রাজগণ তাদের নিজস্ব গৌরবের জন্য স্থাপন করেছিলেন। টিকে থাকা যিহূদা রাজ্য এবং ইস্রায়েলীয়দের নির্বাসন শিরোনামে হাইপারলিংকে অশূরিয় রাজা সেনাক্রিবসের কথা বলা আছে, ইস্রায়েলকে আক্রমণের সময় তার সৈন্যবাহিনীকে একজন দূত পরাজিত করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস এবং অন্যন্য ঐতিহাসিকগণকে অশূরীয়দের এই রহস্যজনক পরাজয়ের বর্ণনা করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আর এই পরাজয়টি প্রাচীন পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছেল।

প্রাচীন জগত সম্পর্কে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হল এর নিজস্ব সাহিত্য। প্রাচীন উৎসগুলোর হাইপারলিংক, যা বাইবেলে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে মন্তব্য করে, সেই সব লেখকদেরকে অন্তর্ভুক্তি করেন যাদের সাক্ষ্য ভিন্নতর ,অথবা এমনকি খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, যদিও অন্যান্য অনেক খ্রীষ্টিয়ান লেখক রয়েছেন যাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, যাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রেরিতদের ব্যক্তিগতভাবে অনেক পরামর্শ দিতেন যা শক্তভাবে বাইবেলকে সমর্থন করে (যেমন- কেমেন্ট পলিকার্প ইগ্নসিউস প্রমুখ)। এই সকল অ-খ্রীষ্টিয় উৎস অথবা লেখকগণকে বিভিন্ন কারণে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, যদিও তারা খ্রীষ্টিয় ধর্মকে নিম্নতর এবং অসুন্দরভাবে চিত্রয়িত করে, কারণ ঐ সকল বিষয়ে মধ্যে তারা বাইবেলের বিবরণকে অনুমোদন করেন।

খ্রীষ্টধর্মের অনেক অনুপম বা অভূতপূর্ব আশ্চর্য কাজের দাবী আছে যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। যাতে রয়েছে তা যীশু খ্রীষ্টের পুণরুত্থান ছাড়া প্রাচীন পৃথিবীতে আর কোন ঘটনা নাই যার এতসংখ্যক চাক্ষুষ স্বাক্ষী আছে, এবং নূতন এবং পুরাতন উভয় নিয়মে এরকম কোন ঘটনা নাই এবং তিনি নিজেই এ বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। এই বিষয়ে নূতন নিয়মে এমন কিছু শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করা আছে যা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময়ের কাছে নিয়ে যায় এবং তা দেখিয়ে যে ঐ সব বিষয় স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট হতে সৃষ্টি হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের জীবন হল প্রাচীন জগতের সকল জীবনের মধ্যে সবচেয় বেশীবার উল্লেখ করা এবং প্রমাণিত জীবন।

প্রাচীন পৃথিবীর সময় পার হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও, কোরানে বাইবেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে , যে কোরান খলিফায়ে রাসেদিনের সাম্রাজ্যের তৃতীয় খালিফা ওসমানের অধীনে মধ্যযুগের ৭ম খ্রীষ্টাব্দে সংকলন করা হয়েছে। কোরান তোরাহ, গীতসংহিতা (জবুর) এবং সুসমাচারসমূহ (ইঞ্জিল) এর কথা বলে, এবং মুসলমানদেরকে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যা বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (১০ঃ৯৪) এবং বাইবেল যা বলে তা অনুমোদন করে (৩:৭৮)। এখানে যীশুকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি চিহ্ন এবং অনুগ্রহ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (১৯:২১), কোরান বলে যে স্বর্গদূতগণ তাঁর জন্ম কথা ঘোষণা করেছিল এবং মেরীকে একটি বিশেষ কারণের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল. যাতে তাঁর আশ্চর্য কাজ তাঁর মতা প্রকাশ করে (৩:৪২-৫৫) এবং এমনকি তাঁকে পবিত্র. নাজাতদাতা এবং ঈশ্বরের বাক্য বলে অভিহিত করে।

সুসমাচারসমূহ

বাইবেলের শুভসমাচারসমূহ হল এই যে যিহোবা পাপ এবং মৃত্যু থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন, এবং আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেন। এটা কেবল মাত্র একটি বিষয় নয় যে তিনি আমাদেরকে উত্তমতম ব্যক্তি করতে চান, কিন্তু এটা হল ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ যা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে রা করে খ্রীষ্টেতে একটি নূতন জীবনে রূপান্তরিত করে। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল- মানুষেরা ঈশ্বরকে ছাড়া বাঁচতে পারে কিনা। সুসমাচার বলে যে আমরা তা পারি না।

পুরাতন নিয়মে যিহোবা (সদাপ্রভু), গোষ্ঠীপ্রধান অব্রাহামকে তাঁর বন্ধু করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তার বংশধরদের মাধ্যমে জগতের সব জাতিকে আশীর্বাদ করবেন। নূতন নিয়মের গালাতীয় ৩:৮ পদ এই প্রতিজ্ঞাটিকে মানবজাতির জন্য শুভসমাচার অথবা সুসমাচার বলে অভিহিত করে। তারপর আব্রাহামের বংশধর মেরীকে ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র যীশুকে জন্মদেবার জন্য মনোনিত করা হল, যিনি জগতের জাতিগণের নিকটে আলো এবং ইস্রায়েলের গৌরব হবেন। যীশু একটি নিষ্কলুষ জীবন যাপন করে, এবং কবর থেকে উত্থিত হয়ে একাজ সম্পন্ন করেছিলেন । এটি ইতিহাসের সবচেয়ে উত্তম রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা, এবং এটি প্রমাণ করে কবরের পরেই জীবন শেষ হয়ে যায় না, কিন্তু যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন দান করেন। খ্রীষ্ট ধর্মে এমন একজন ঈশ্বর আছেন যিনি কবর হতে বের হবার পথ জানতেন। খ্রীষ্টের বিরোধীদের কেবলমাত্র একটি কাজ করার প্রয়োজন ছিল তা হল এই বিশ্বাসটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা এজন্য তাদের যে কাজটি করার প্রয়োজন ছিল তা হল যীশুর মৃতদেহটিকে লোদের কাছে হাজির করা, কিন্তু তারা তা পারে নি। এমনকি প্রেরিত পৌল সত্য বলে স্বীকার করেছেন যে পুনরুত্থান ছাড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা অন্য সব লোকের মতই হবে যারা সবচেয়ে ঘৃণা উদ্রেকশারি। আবার তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদেরকে বলেনঃ

ইফিষীয় ১ ঃ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ও ঈশ্বরের গৌরব হোক। আমরা খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়েছি বলে স্বর্গের প্রত্যেকটি আত্মিক আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন। আমরা যাতে ঈশ্বরের চোখে পবিত্র ও নিখুঁত হতে পারি সেইজন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিয়েছেন। তাঁর ভালবাসার দরুন তিনি খুশী হয়ে নিজের ইচ্ছায় আগেই ঠিক করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তান হিসাবে তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন। তিনি এটা করেছিলেন যেন তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে যে মহিমাপূর্ণ দয়া আমাদের করেছেন তাঁর প্রশংসা হয়। ঈশ্বরের অশেষ দয়া অনুসারে খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা পেয়েছি। এই দয়া ঈশ্বর তাঁর মহা জ্ঞান ও বুদ্ধির সংগে খোলা হাতে আমাদের দান করেছেন। ঠিক যেমন তিনি চেয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, সেই অনুসারেই তিনি তাঁর গুপ্ত উদ্দেশ্য আমাদের জানিয়েছিলেন। তিনি স্থির করে রেখেছিলেন যে, সময় পূর্ণ হলে পর সেই উদ্দেশ্য কার্যকর করবার জন্য তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর সবকিছু মিলিত করে খ্রীষ্টের শাসনের অধীনে আনবেন। ঈশ্বর তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সব কাজ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি আগেই যা ঠিক করে রেখেছিলেন সেইমতই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের লোক হবার জন্য তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন। আমরা যারা আগেই খ্রীষ্টের উপর আশা রেখেছি, সেই আমাদেরই মধ্য দিয়ে যেন ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা হয় সেইজন্যই তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন। আর তোমরাও সত্যের বাক্য অর্থাৎ পাপ থেকে উদ্ধার পাবার সুখবর শুনে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছ। খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়েছ বলে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র-আত্মা দিয়ে তোমাদের সীলমোহর করে রেখেছেন। যারা ঈশ্বরের নিজের সম্পত্তি তাদের তিনি একটা অধিকার দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাদের যতদিন না সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয় ততদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের প্রথম অংশ হিসাবে পবিত্র আত্মাকে তাদের দেওয়া হয়েছে। আর এই সবের দ্বারাই ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা হবে।

কলসীয় ১ ঃ কারণ তিনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে এনেছেন। এই পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি। এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির আগে তিনিই ছিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তিনিই প্রধান। কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। মহাকাশে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই সবকিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। এছাড়া তিনিই তাঁর দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা। তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন, যেন সব কিছুতে তিনিই প্রধান হতে পারেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁর সব পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যেই থাকে। তা ছাড়া পৃথিবীতে হোক বা স্বর্গে হোক, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের সংগে সব কিছুর মিলনও তিনি চেয়েছিলেন। খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর তাঁর রক্ত দান করে শান্তি এনেছিলেন বলেই এই মিলন হতে পেরেছে। এক সময় তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ছিলে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের মনে শত্রুভাব ছিল। তোমাদের মন্দ কাজের মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর দেহের দ্বারা ঈশ্বর নিজের সংগে এখন তোমাদের মিলিত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিঁখুত ও নির্দোষ অবস্থায় নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। অবশ্য এর জন্য খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবর থেকে যে নিশ্চিত আশা তোমরা পেয়েছ তা থেকে দূরে সরে না গিয়ে তোমাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। সেই সুখবর সারা জগতে প্রচার করা হয়েছে এবং তোমরা তা শুনেছ।

যোহন ৭:১৭ তে যীশু বলেন; "যদি কেহ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে, ইহা যিহোবান হতে হয়েছে, ঈশ্বর আমি নিজে থেকে বলি।"